ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

বর্ধিত সার-সংক্ষেপ

২৬ নভেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, গবেষণা ও নীতি, টিআইবি

মো. রেযাউল করিম, প্রোগাম ম্যানেজার - গবেষণা ও নীতি, টিআইবি

অমিত সরকার, সহকারী প্রোগাম ম্যানেজার - গবেষণা ও নীতি, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা

এই গবেষণার মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়তার জন্য স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও টিআইবি'র সহকর্মীবৃন্দ বিশেষ করে নাজমুল হুদা মিনাসহ গবেষণা ও নীতি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দের প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনার বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ২০১৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৯১৫
ই- মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশের জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন সহায়ক গবেষণা ও নীতি অধিপরামর্শমূলক কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের স্বর্ণখাতে সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণে বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে বিগত ৯ জুন ২০১৭ টিআইবি গণমাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রদান করে। পরবর্তীতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শে এই খাতের জন্য একটি সার্বিক নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

স্বর্ণখাত বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও এটি অনিয়ন্ত্রিত, অস্বচ্ছ ও ব্যাপকভাবে চোরাচালান-নির্ভর। দেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের বাজার বিশেষ করে স্বর্ণালঙ্কারের মানজ্ঞাপক ক্যারেট ও মূল্য মূলত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কার্যকর নজরদারি না থাকায় ভোক্তারা প্রতারিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। বৈধভাবে স্বর্ণ সংগ্রহের পদ্ধতিগত জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, ফ্রেইট ও বীমার অলভ্যতা, উচ্চ শুল্ক ইত্যাদি কারণে এখাতের ব্যবসায়ীরা চোরাচালানকৃত স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যা খাতটির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এর ফলে দেশ বিপুল রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া অর্থপাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্রপাচার ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে স্বর্ণের ব্যবহার হওয়ায় এসব অপরাধ বৃদ্ধির ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে গোয়েন্দা শুল্ক কর্তৃপক্ষের তৎপরতাসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বৈধ কাগজপত্রহীন বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটকের ঘটনায় এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই খাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অস্বচ্ছতা ও কার্যকর জবাবদিহিতার অভাব বিরাজমান। সার্বিকভাবে, স্বর্ণখাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন, স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, মজুত, বাজার, মাননিয়ন্ত্রণ, বন্ধকী ব্যবসা, ক্রেতা ও স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিসহ বহুমুখী অনিয়ম ও দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাব এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

দেশের স্বর্ণখাত যেন একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয় এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ যাতে যৌক্তিক শুল্কে ব্যবসা করতে পারেন সেলক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ণ তাই একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ হতে বা বাংলাদেশ হয়ে প্রতিবেশি দেশে স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং দেশীয় বাজার সংরক্ষণ ও রপ্তানি বিকাশের স্বার্থে স্বর্ণালঙ্কারের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। সার্বিকভাবে দেশের স্বর্ণখাতে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা পরিবর্তন করে বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া গেলে এই ব্যবসার সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ যেমন ত্বরান্বিত হবে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে এই খাত জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন, যেমন - জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ ও ফরেক্স রিজার্ভ অ্যাণ্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ; বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট; রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; দুর্নীতি দমন কমিশন; শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর; কাস্টমস হাউজ; এয়ারপোর্ট কাস্টমস; কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর; বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড; হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর; ম্যাজিস্ট্রেটস্- অল এয়াপোর্টস অব বাংলাদেশ; পুলিশ (বিমানবন্দর থানা কর্তৃপক্ষ); বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি; বাংলাদেশ জুয়েলারি ম্যানুফেকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন; মানযাচাই সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (বাংলা গোল্ড প্রা. লি.); স্বর্ণলগ্নী ব্যবসায়ী; জুয়েলারি মালিক; কারিগর/শিল্পী ও কর্মী; পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবসায়ী; ইন্সুরেন্স কোম্পানি; ট্রাভেল এজেন্সি; আইনজীবী; অর্থনীতিবিদসহ সংশ্লিষ্ট গবেষক ও বিশ্লেষকদের মতামত, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-

নির্ভর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। যাঁরা এ প্রক্রিয়ায় তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক - গবেষণা ও নীতি, একই বিভাগের মো. রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং অমিত সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার। এছাড়া টিআইবি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি'র সার্বিক তত্ত্বাবধান ও উপদেশে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ণের মাধ্যমে দেশের স্বর্ণখাতকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অধীনে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সরকারের বিবেচনার জন্য এই প্রতিবেদনের এনেক্স হিসেবে সংযুক্ত নীতিমালাটির প্রাথমিক একটি খসড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

বর্ধিত সার-সংক্ষেপ

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

আবহমানকাল ধরে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মানুষের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ ও আভিজাত্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদন ও স্বর্ণ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পৃথক একটি খাত যেখানে আজ বিভিন্ন স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় রয়েছেন আনুমানিক প্রায় বিশ লক্ষাধিক মানুষ। দেশের স্বর্ণখাত সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সূত্রে নির্ভরযোগ্য জরিপ বা গবেষণাভিত্তিক তথ্যের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের তথ্য ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানে সহজলভ্য হলেও বাংলাদেশ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন উৎসের হিসাবমতে দেশে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিশ হাজার থেকে লক্ষাধিক। স্বর্ণের চাহিদার পরিমাণ সম্পর্কেও ভিন্নমত রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের প্রকৃত চাহিদার পরিমাণ বাৎসরিক সর্বনিম্ন ২০ হতে সর্বোচ্চ ৪০ মেট্রিক টন। এই চাহিদার আনুমানিক দশ শতাংশ স্বর্ণ 'তেজাবি স্বর্ণে'র মাধ্যমে (পুরাতন স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার পুনপ্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বর্ণ হতে) সংগৃহীত হয়ে থাকে এই ধারণার ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রতিবছর নতুন স্বর্ণের জন্যে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ১৮-৩৬ মেট্রিক টন যার সিংহভাগ চোরাচালানের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে। বৈধপথে বছরে এই পরিমাণ স্বর্ণ আমদানি করা হলে বর্তমান শুল্কহার অনুযায়ী প্রায় ৪৮৭ - ৯৭৪ কোটি টাকা শুল্ক পরিশোধ করা প্রয়োজন।[১] এছাড়া বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চোরাচালানের ক্ষেত্রে নিরাপদ পথ বা করিডর হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

বৈধভাবে স্বর্ণ সংগ্রহে জটিলতার কারণে এখাতের ব্যবসায়ীরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন চোরাচালানকৃত স্বর্ণের ওপর যা খাতটির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। অভিযোগ রয়েছে যে বাংলাদেশ হতে ট্রানজিটের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশে যে স্বর্ণ যায় তার একটি অংশ আবার বাংলাদেশেই অলঙ্কার হিসেবে ফিরে আসে। এছাড়া অর্থপাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্রপাচার ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে স্বর্ণের ব্যবহার এসব কর্মকান্ডকে সহজতর করছে বিধায় এসব অপরাধ বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ছে।[২] এছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মূল্যে ও মানের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়, অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্য মান নির্ধারণ মূলত ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বীকৃত ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কার্যকর নজরদারি না থাকায় ভোক্তারা প্রতারিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। স্বর্ণ/ স্বর্ণালংকার বন্ধকের বিনিময়ে পরিচালিত লগ্নি ব্যবসায় সুদের হার ও শর্তাবলী বিষয়ে সরকারের নজরদারীর অভাবে এটিও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে উচ্চ সুদে পরিচালিত হচ্ছে। তবে দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরাও নানাভাবে চাঁদাবাজি ও দোকান লুতের ঘতানার শিকার যা খাতটির সুষ্ঠ বিকাশকে অধিকতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। সাম্প্রতিককালে বিমানবন্দরে চোরাচালানকৃত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে হিসাব-বহির্ভূত অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার আটকের ঘটনায় এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বর্ণখাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন- উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও লেনদেন, স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, বাজার, মাননিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণবাজার, ভোক্তা ও শ্রম অধিকার, দলিলায়ন ও তথ্য সংরক্ষণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির উপস্থিতি বিরাজমান। তাছাড়া বৈধ-অবৈধভাবে বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের দেশীয় বাজারে অনুপ্রবেশের ফলে দেশীয় স্বর্ণখাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, যেমন - স্বর্ণশিল্পীদের পেশা পরিবর্তন ও দেশ ত্যাগ। সার্বিকভাবে, একটি সার্বিক পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাব এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

দেশের স্বর্ণখাত যেন একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয় এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ যাতে যৌক্তিক শুল্কে ব্যবসা করতে পারেন সেলক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ণ একান্ত আবশ্যক। স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলে এই ব্যবসার সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ যেমন নিশ্চিত করা যাবে তেমনি অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে এখাত জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। টিআইবি দুই দশকের অধিক সময় ধরে দেশের

[১] সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা।

[২] সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা।

জনগুরুপূর্ণ বিভিন্ন খাত/উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহায়ক গবেষণা ও নীতি অধিপরামর্শমূলক কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের স্বর্ণখাতে সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণে বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে টিআইবি গণমাধ্যমে বিবৃতি প্রদান করে (৯ জুন ২০১৭) এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও করণীয় চিহ্নিতকরণ। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো- স্বর্ণখাতের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা; স্বর্ণখাতে বিরাজমান বহুমুখী সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; স্বর্ণখাতটিকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।

৩. পরিধি

গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো- আইনি কাঠামো, স্বর্ণের বাজার, বাণিজ্যিক মজুত, মান নিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণ আমদানি, স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, ভোক্তা/ক্রেতা স্বার্থ, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, শিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও শ্রমঅধিকার, বন্ধকী ব্যবসা, তথ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত গুণগত। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণার ব্যবহৃত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হলো - প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশনা ও দলিলাদিসহ বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, গণমাধ্যম প্রতিবেদন, ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ তথ্য স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও অংশীজনের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে:

সারণি ১: স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন ও তথ্যদাতা

▪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ▪ বাংলাদেশ ব্যাংক (বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ ও ফরেক্স রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট) ▪ বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ▪ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ▪ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ▪ শুল্ক গোয়েন্দা এবং তদন্ত অধিদপ্তর ▪ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ▪ বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি) ▪ এয়ারপোর্ট কাস্টমস ▪ কাস্টমস হাউজ ▪ কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট;	▪ ম্যাজিস্ট্রেটস্- অল এয়াপোর্টস অব বাংলাদেশ ▪ পুলিশ ▪ বাংলাদেশ জুয়েলারী সমিতি ▪ বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফেকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ▪ মানযাচাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (বাংলা গোল্ড প্রা. লি.) ▪ স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসায়ী ▪ জুয়েলারী মালিক, কারিগর/শিল্পী ও কর্মী ▪ পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবসায়ী ▪ ইন্সুরেন্স কোম্পানি ▪ ট্রাভেল এজেন্সি ▪ অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও বিশ্লেষক ▪ আইনজীবী

গবেষণার প্রত্যক্ষ তথ্য মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (সরাসারি ও টেলিফোনেসহ), ই- মেইল ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণার প্রত্যক্ষ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তথ্যদাতাদের ধরনভেদে ভিন্ন-ভিন্ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনা ও আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই ও ট্রায়াঙ্গুলেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। একই তথ্য একাধিক সূত্র হতে সংগ্রহ এবং একটি উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য অপর একাধিক ভিন্ন উৎসের সাথে মিলিয়ে নেওয়া এবং প্রয়োজনে একই তথ্যদাতার কাছে একাধিকবার ফিরে যাওয়া প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। গবেষণাটি জুলাই - নভেম্বর ২০১৭ মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত স্বর্ণখাতের জন্যে একটি সার্বিক নীতিমালার সম্ভাব্য উপাদানসমূহ সুপারিশের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা (ব্যাকগ্রাউণ্ড অ্যানালাইসিস) যেখানে স্বর্ণখাতের মূল চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির

একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এ হিসেবে এটি স্বর্ণখাতের জবাদিহিতার ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাবের ওপর পরিচালিত ব্যাপক ও সার্বিক বিশ্লেষণমূলক ডায়াগনস্টিক গবেষণা নয়।

৫. স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপ

সরকার ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে একটি স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নের কথা ঘোষণা দিয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ এবং সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সাম্প্রতিককালে হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটক ও উদ্ধার তৎপরতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাংলাদেশ কাস্টমস এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির চলমান উদ্যোগ হিসেবে স্থল (বেনাপোল) ও বিমান (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) বন্দওে 'মেটাল ডিটেক্টর' ও 'আর্চওয়ে' সংখ্যা বৃদ্ধি এবং 'কার্গো এরিয়া'তে সীমিত সংখ্যাক ব্যাগেজ স্ক্যানিং যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। আর জনবল সংকট নিরসনে বর্তমানে প্রবেশ স্তরে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে এবং এই স্তরে আগের তুলনায় নিয়োগ বৃদ্ধির কথা জানা যায়।

৬. স্বর্ণখাত বিষয়ক আইনি কাঠামো

বাংলাদেশের স্বর্ণখাতের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোনো নীতিমালা নাই। তবে ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা, আইন ও প্রজ্ঞাপনে স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, রপ্তানিসহ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের অবৈধ ব্যবসা, পরিবহন, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ ও চোরাচালান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু বিধি বিধান রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, যেমন চোরাচালানের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডসহ বিভিন্ন প্রকার শাস্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। স্বর্ণ চোলাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট আইন কঠোর হলেও স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়া কার্যত নিয়ন্ত্রণমূলক ও দুর্নীতির ঝুঁকিপ্রবণ। এছাড়া দেশীয় বাজারে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে স্বর্ণের মজুত, বাজার নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার ও শ্রম অধিকার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অস্পষ্ট। বিশেষ ক্ষমতা আইনে স্বর্ণ চোরাচালানের মামলাগুলো হওয়ার ফলে ও এই আইনে কঠোর দণ্ডের কারণে মামলার রায় নির্ণয়ে প্রখরভাবে নিশ্চয়তামূলক স্বাক্ষ্য প্রমাণের ওপর জোর প্রদান করা হয়। কিন্তু অদক্ষ তদন্ত, দুর্নীতির ইত্যাদির মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন দুর্বল করা হয়। ফলে আসামি সহজে জামিন বা খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইনজ্ঞগণের একাংশ 'বিশেষ ক্ষমতা ১৯৭৪' এর মতো কঠোর আইন সকল স্বর্ণ চোরাচালানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে 'কাস্টমস আইন- ১৯৬৯' প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন। প্রয়োজনে কাস্টমস আইন- ১৯৬৯ এর অধিকতর সংশোধন করা যেতে পারে।

৭. স্বর্ণখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

৮.১ স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতা: দেশে একটি সুষ্ঠু স্বর্ণ আমদানি-নীতি প্রণীত ও চোরাচালান বন্ধ না হওয়ার পেছনে চোরাচালান চক্র, স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক কর্মকর্তাদের একাংশের যোগসাজশ, প্রভাব ও প্রতিবন্ধকতা ও তৎপরতা বলে অভিযোগ রয়েছে।

৮.২ নিয়ন্ত্রণহীন স্বর্ণবাজার: দেশের স্বর্ণবাজারে সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ তথা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য মূলত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সনাতনী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ে ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ ও মান ব্যবসায়ীদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এছাড়া স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৃহৎ লেনদেন ব্যাংকিং ব্যবস্থা/ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থপাচার ও অন্যান্য অবৈধ লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্বর্ণবাজারে অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসারে, দেশীয় স্বর্ণালঙ্কার শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া ব্যবসায়ীদের একাংশের ভ্যাট ফাঁকি, লাইসেন্স ফাঁকি, ইত্যাদি কারণে সরকার রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়।

৮.৩ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মজুতে জবাবদিহিতার অভাব: স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণের কাছে গহনা প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনে কী পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মজুত রয়েছে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিসংখ্যান নেই। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধি-বিধানেরও অভাব রয়েছে।

৮.৪ মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি: স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান নির্ধারণের জন্য সরকারি মান নির্ধারক প্রতিষ্ঠান নেই। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারে পরীক্ষণ ও তদারকির জন্য সরকার অনুমোদিত ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামাফিক খাদ মিশিয়ে ও মূল্য নির্ধারণ করে ক্রেতাদেরকে প্রতারিত করার সুযোগ বিদ্যমান।

৮.৫ সর্বজনীনভাবে হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত স্বর্ণ লেনদেনের অনুপস্থিতি: দেশীয় বাজারে সর্বজনীনভাবে আন্তর্জাতিক মানসমতুল্য এবং হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত সকল মানের স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের লেনদেন না থাকায় ক্রেতা সাধারণের প্রতারিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি বিদ্যমান।

৮.৬ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের জন্য আমদানি লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা নেই: স্বর্ণ ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্বর্ণ আমদানি অপরিহার্য হলেও প্রচলিত পদ্ধতিতে স্বর্ণ আমদানির ব্যবসায়ী কিংবা সরকার নির্ধারিত কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় নি। ভারতসহ বিভিন্ন দেশে সরকার নির্ধারিত ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীদেরকে স্বর্ণ আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হয়।

৮.৭ আমদানি প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও নেতিবাচক প্রণোদনা: স্বর্ণের বাণিজ্যিক আমদানি প্রক্রিয়াটি জটিল ও ব্যবসা-বান্ধব নয় বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ রয়েছে। শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে বৈধভাবে আমদানির দৃষ্টান্ত নেই। একজন ব্যবসায়ীকে ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইন অনুযায়ী বিশেষ 'কনসাইনমেন্ট'-এর আওতায় (সব নথি জমাদান সাপেক্ষে) তিনটি ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প) পৃথক পৃথক তদন্ত/অনুসন্ধান সাপেক্ষে ছাড়পত্র পেতে ১ - ১.৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়।[৩] উক্ত সময়ের মধ্যে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম সচরাচর পরিবর্তন হওয়ায় এলসি খুলে স্বর্ণ আমদানি ব্যবসায়ীদের কাছে অজনপ্রিয়। আবার চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ সংগ্রহ করার সুযোগ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহী না হবার একটি কারণ হিসেবেও কাজ করে।

৮.৮ স্বর্ণবহনকারী যাত্রীর আগমন সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার না থাকা : দেশের সকল স্থল ও বিমানবন্দরে 'ব্যাগেজ রুল'-এর আওতায় নিয়ে আসা বা বহন করা স্বর্ণালঙ্কার বা স্বর্ণবার সম্পর্কিত তথ্য কোনো তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত রাখার এবং এর বিপরীতে রশিদ প্রদানের ব্যবস্থা নেই। ফলে ব ব্যবসায়ীদের একাংশ তাদের কাছে থাকা সকল অবৈধ স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার ব্যাগেজ র‍ুলের মাধ্যমে আনীত বলে চালিয়ে দেবার সুযোগ পান।

৮.৯ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে উৎসাহব্যাঞ্জক পদক্ষেপের ঘাটতি: রপ্তানিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয় তথা বিভিন্ন পর্যায়ে রেয়াত বা ভর্তুকির কার্যকর ব্যবস্থা নেই। রপ্তানি ব্যবস্থায় বিদ্যমান 'সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউজ' পদ্ধতি সুপারভাইজরের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ, প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতা দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে বলে ব্যবসায়ীদের অভিমত।

৮.১০ আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বীমা ও পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবস্থার অপ্রাপ্যতা: বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হল এক্ষেত্রে কোনো বেসরকারি ফ্রেইট ও ইন্সুরেন্স পাওয়া যায় না। বিমানবন্দর সমূহের স্টোর (হ্যাঙ্গার) থেকে পণ্য চুরি, হারানো, দ্রুত খালাস না হওয়া, চালানের প্যাকেট অক্ষত অবস্থায় গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কারণে বীমা ও পরিবহন (ফ্রেইট) কোম্পানি স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার পরিবহনে আগ্রহ দেখায় না।

৮.১১ পুরো স্বর্ণখাত ভ্যাটনেটের আওতায় না আসা: অদ্যাবধি স্বর্ণ ব্যবসা খাতকে সামগ্রিকভাবে পুরোপুরিভাবে ভ্যাটের আওতায় আনা সম্ভব হয় নি।

৮.১২ ব্যাংকিং চ্যানেলে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার কেনা-বেচা না হওয়া: স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের পাইকারী ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ইসিআর/ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার/মূসক চালানের ব্যবহার প্রচলন হয় নি। এছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাংকিং চ্যানেলে অথবা ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থায় সম্পন্ন করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়।

৮.১৩ বিধি-বহির্ভূত স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসার সুযোগ: রাজধানীর তাঁতীবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ সুদে (বাৎসরিক হিসাবে প্রায় ৩০% - ৪৮%) অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বর্ণ লগ্নী ('বন্ধকী') ব্যবসার প্রচলন রয়েছে।

৮.১৪ পার্শ্ববর্তী দেশে চাহিদার প্রভাব: ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজাওে ২০১৬ সালে স্বর্ণের সামগ্রিক ভোক্তা চাহিদার পরিমাণ ছিল ৬৬৬.১ টন (এর মধ্যে জুয়েলারী ৫০৪.৫ টন ও স্বর্ণবার বা মুদ্রা ১৬১.৬ টন)। এই স্বর্ণের প্রায় ৪০ - ৫০ শতাংশ চোরাচালানের মাধ্যমে সংগ্রহীত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতে চোরাচালানকৃত হয়ে যে সকল দেশ থেকে স্বর্ণ অনুপ্রবেশ করে তার মধ্যে অন্যতম হল স্বর্ণের করিডরসমূহের মধ্যে চীন, মায়ানমার, নেপাল ও বাংলাদেশ অন্যতম।

৮.১৫ চোরাচালানের ঝুঁকি: চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনের কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। রাজনৈতিক পরিচয়, সংযোগ ও প্রভাবে চোরাচালান সিন্ডিকেটসমূহ চোরাচালান কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। অভিযুক্তরা জামিন নিয়ে জেল থেকে বের হয়ে বিমানবন্দর-ভিত্তিক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে

[৩] মুখ্য তথ্যদাতা হতে প্রাপ্ত তথ্য।

পুনরায় একই কাজে সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন, এমন অভিযোগও রয়েছে। বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন বন্দরসমূহে স্বর্ণ চোরাচালানের মামলায় নেপথ্যে থাকা ব্যক্তি ও অর্থলগ্নীকারীগণ আটক ও বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উদাহরণ বিরল।

৮.১৬ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সমন্বয়: স্বর্ণ চোরাচালান ও স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিধি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের, যেমন- বিএফআইইউ, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুদক, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড ইত্যাদির মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি থাকার অভিযোগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চোরাকারীদেরকে অবৈধ পণ্যসহ গ্রেপ্তার করলেও এবং কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও মামলা পরিচালনায় কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে চোরাচালানের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা আদালত হতে জামিন লাভ করার পাশাপাশি বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নথি ও গোয়েন্দা দ্রুত যোগাযোগ, তথ্য বিনিময়, তদন্ত কার্যক্রম, অভিযান ও মামলা পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

৮.১৭ স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ: শিল্পী/শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে বঞ্চনা, নির্ধারিত কর্মঘন্টার অনুপস্থিতি, অস্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের অভিযোগ রয়েছে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেই।

৮.১৮ ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগের অনুপস্থিতি: বাংলাদেশের স্বর্ণবাজারে ভোক্তাস্বার্থ রক্ষায় কার্যত কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। স্বর্ণালঙ্কারের বিক্রয় রসিদে ক্যারেট অনুযায়ী বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর ও মূল্য, মিশ্রিত খাদের পরিমাণ, পাথর, ভ্যাট এবং শিল্পী/শ্রমিকদের মজুরি ইত্যাদি সকল উপাদানসমূহ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় না। কারিগরি সক্ষমতায় (বিশেষ করে খাদ নির্ণয় ও ওজন নির্ধারণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির) ঘাটতি ও বাজার পরিবীক্ষণের জন্য কার্যকর উদ্যোগের অভাবে স্বর্ণালঙ্কারের মান নিয়ন্ত্রণ ও ওজন পরিমাপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভোক্তাস্বার্থ বিষয়ক তদারকি ও পরিবীক্ষণ ব্যাহত হওয়ার অভিমত রয়েছে। এমতাবস্থায় সাধারণ ক্রেতা ও বিক্রেতারা বিভিন্নভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, যেমন -স্বর্ণালঙ্কার পুনবিক্রয়কালে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ধার্যকৃত মূল্যে বিক্রয়ে বাধ্য হওয়া; নিম্নমানের স্বর্ণালঙ্কার উচ্চমানে তথা উচ্চ মূল্যে ক্রয়ে বাধ্য হওয়া, যেমন - মান যাচাইয়ের ব্যবস্থা না থাকায় ১৮ ক্যারেটের অলঙ্কার প্রতারণা মূলকভাবে একুশ ক্যারেট হিসেবে ক্রয়।

৮.১৯ তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও গবেষণা: দেশের স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট তথ্য যেমন- বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলামে স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ তথা কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার নেই। সারাদেশের বিভিন্ন স্থল ও বিমানবন্দরে সারাবছর কী পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটক হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী ভাবে জমা রাখা হয় তা জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা নেই। এছাড়া স্বর্ণখাতের ওপর গবেষণার অভাব রয়েছে।

৮. স্বর্ণখাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির কিছু উদাহরণ

৯.১ ব্যবসায়ীদের দ্বারা একচেটিয়াভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ: বাজার মূলত ব্যবসায়ীদের ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত, এক্ষেত্রে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয় মূল্য নির্ধারণে মূলত ব্যবসায়ীদের অভিপ্রায় প্রাধান্য পায় স্বর্ণের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জুয়েলারি সমিতির তরফ থেকে বলা হয় 'বিশ্ব বাজারে দাম বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে দাম বৃদ্ধি করা হলো'।

৯.২ হলমার্ক সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের লেনদেন না হওয়া: আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্রয়-বিক্রয়কৃত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেট প্রতি বিশুদ্ধ স্বর্ণের উপস্থিতি না থাকার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২২ ক্যারেট স্বর্ণে ৯১.৬৭ শতাংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণের উপস্থিতির নিয়ম ও প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশের স্বর্ণবাজারে ক্রেতারা তা থেকে বঞ্চিত হন। এর পেছনে মূল কারণ হলো স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের স্ট্যাণ্ডার্ড টেস্টিংয়ের বাধ্যবাধকতা না থাকা, এ ধরণের পরীক্ষা ব্যবস্থার পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকা এবং পরীক্ষা অনুযায়ী হলমার্ক চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন না থাকা।

৯.৩ স্বর্ণ ও অবৈধ স্বর্ণালঙ্কার আমদানিতে অনিয়ম: দেশের জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের শোরুমের বেশিরভাগ স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ করে চেইন, হাতে ব্যবহার্য গহনা ও অন্যান্য ভারী গহনার সেট মূলত বিদেশ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আসা বলে অভিযোগ রয়েছে।

৯.৪ ব্যাগেজ রুলের অপ্রয়োগ: ব্যাগেজ রুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রী বা ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেরাসহ নিজস্ব লোক বা বাহক মারফতে নিয়মিতভাবে স্বর্ণালঙ্কার দেশে এনে ও চোরাচালানের মাধ্যমে আনা স্বর্ণালঙ্কার স্বর্ণের দোকানে বা শো-

রুমে ওঠানোর পর তা ব্যাগেজ রুলের আওতায় তা সংগ্রহ করা হয়েছে এই যুক্তিতে অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করার সুযোগ থাকায় ব্যবসায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহী নন।

৯.৫ আমদানি শুল্ক ফাঁকি: বৈধ পথে আমদানি না হওয়ায় স্বর্ণখাতে সরকারের ন্যূনমত রাজস্ব ক্ষতি বাৎসরিক ৪৮৭ - ৯৭৪ কোটি টাকা। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের মতে এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র। শুল্কহার অর্ধেক কমিয়ে এনে বৈধপথে স্বর্ণ আমদানির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের আয় ২৩০ থেকে ৪৬৬ কোটি টাকা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

৯.৬ ভ্যাট ফাঁকি: স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসার একটি বড় অংশ ভ্যাটের আওতার বাইরে রয়েছে। আর যারা ভ্যাটের আওতায় এসেছেন তাদের একাংশ ভ্যাট আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের সাথে যোগসাজসে ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে। ভ্যাটসহ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয় করলেও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশ গ্রাহককে ভ্যাটচালানের রশিদ দিতে অনাগ্রহী।

৯.৭ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার চোরাচালান কর্মকাণ্ড

- **অবৈধ উপায়ে প্রবেশ:** বাংলাদেশে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইরান, কাতার, কুয়েত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, জর্দান, লেবানন, মিশর, ওমান, ইয়েমেন, বাহরাইন, ইত্যাদি দেশ থেকে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার অবৈধভাবে বাংলাদেশ বিমান ও দেশীয় বিভিন্ন বেসরকারি বিমান সংস্থার মাধ্যমে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দ্বারা দেশে প্রবেশ করে।
- **পাচার কৌশল:** স্বর্ণের ক্ষুদ্র চালানগুলো (এক কেজির কম) ব্যক্তিপর্যায়ে বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত শ্রমিক, সাধারণ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে নানা কৌশল প্রয়োগ করে স্বর্ণ বাংলাদেশে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, বৃহৎ চালানসমূহ বিমানের কাঠামোসহ লাগেজের সাথে বিমানবন্দরে আনা হয়। অত:পর বিমানের বর্জ্য তথা বর্জ্যবাহী মোটরযান, প্রভাবশালীদের একাংশের সাথে থাকা যানবহনের মাধ্যমে বিমানবন্দর এলাকা পার করার অভিযোগ রয়েছে।
- **ভারতে পাচারের অভিযোগ:** বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্ণ পাচারে মূলত বেনাপোল, সোনা মসজিদ ও বুড়িমারী স্থল বন্দর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- **জড়িত ব্যক্তি:** দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরগুলোতে বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ (বাংলাদেশ বিমান, বিমান পরিবহন সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা) স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার পাচারচক্রের সহায়তাকারী হিসেবে ভূমিকা পালনের অভিযোগ রয়েছে।
- **তল্লাশির ক্ষমতা প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা:** শুল্ক কর্মকর্তাদের সর্বত্র তল্লাশির ক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের অজুহাত (হয়রানি, সময়ক্ষেপণ, গ্রাউন্ডিং চার্জ) তথা বাধার কারণে বিদেশ হতে আগত বিমানের কার্গোহোলে ক্ষেত্র বিশেষে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
- **আটককৃত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের যথাযথ মূল্যায়ন না করা:** একইসাথে 'পণ্য মূল্যায়নপত্র' ও 'ডিটেনশন মেমো' ইস্যু না করে বাহকের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য আটককারী কর্মকর্তা ও কর্মীর যোগসাজশে বিধি-বহির্ভূত আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে আটকৃত পণ্যের পরিমাণ, ধরন ও মান পরিবর্তন/হ্রাস দেখিয়ে পণ্যমূল্যায়নপত্র দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
- **'সোর্সমানি' হিসেবে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের সুযোগ:** 'এয়ারপোর্ট কাস্টমস কমিশনার' এর অনুকূলে 'সোর্সমানি' হিসেবে নামে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে প্রকৃত সোর্সকে বাস্তবে কী পরিমাণ অর্থ দেওয়া বা আদৌ দেওয়া হয় কি-না তার যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়া এ বিষয়ে বিমানবন্দর-ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কোনো প্রকার তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে।
- **চোরাচালানের লেনদেনে স্বর্ণের ব্যবহার:** বাংলাদেশ-ভারত আন্তরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড বিশেষ করে অবৈধ লেনদেন, যেমন- অবৈধ মাদক দ্রব্য ও অস্ত্র, গবাদিপশু, পরিধেয় পোশাক, কাপড়, মাদক ইত্যাদি লেনদেনের পরিশোধিত অর্থমূল্যের নিরাপদ, সহজে বহনযোগ্য, স্থিতিশীল মুদ্রার মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি:** বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক চর্চা মোতাবেক বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের মামলাল ও লাগেজ নির্ধারিত বেল্ট ও হ্যাঙ্গারে পাঠানোর পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাংলাদেশে অদ্যাবধি এই ব্যবস্থা চালু হয় নি। এছাড়া বিমানবন্দরের সকল আগমন ও বহির্গমন পথে স্ক্যানার ও আর্চওয়ে নেই।

৯.৮ এক নজরে স্বর্ণখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অনুপস্থিতি ▪ মানপরীক্ষণ ব্যবস্থা ও হলমার্ক ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা না থাকা ▪ বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি ▪ ব্যাগেজ রুলে অস্পষ্টতা ▪ আমদানিতে পদ্ধতিগত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা, উচ্চ শুল্কহার ▪ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি ▪ অনিয়ন্ত্রিত ও জবাবদিহিতাহীন স্বর্ণবাজার ▪ ভোক্তাস্বার্থ ও স্বর্ণশিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ▪ রপ্তানি প্রণোদনা ও উদ্যোগের অভাব ▪ কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার ও গবেষণার অনুপস্থিতি	▪ বৈধপথে আমদানি না হওয়া ▪ কালোবাজার-নির্ভর স্বর্ণবাজার ▪ অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের বাজার প্রসার ▪ আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সহযোগিতায় স্বর্ণের চোরাচালান অব্যাহত ▪ ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামাফিক স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ ▪ হলমার্ক স্টিকার সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের সর্বজনীন ক্রয়-বিক্রয়ের চর্চা নেই ▪ ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ▪ স্বর্ণ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের ওপর তথ্যের অনুপস্থিতি ▪ রাজস্ব ফাঁকি, ভোক্তাস্বার্থ ও স্বর্ণশিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চনা ▪ অভিযুক্তের সহজে জামিন লাভ ও পুনরায় অপরাধে সম্পৃক্ত হওয়া	▪ দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ সম্ভাবনা সত্ত্বেও রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিকাশ না হওয়া ▪ স্বর্ণখাতের টেকসই বিকাশ ব্যাহত ▪ অর্থপাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্রপাচার ইত্যাদির ঝুঁকি বৃদ্ধি ▪ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অধিকতর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি

৯. গবেষণার সুপারিশমালা

দেশের স্বর্ণ আইনি কাঠামে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনাসহ এখাতে বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতিপ্রতিরোধে টিআইবি একটি ব্যাপকভিত্তিক, সময় উপযোগী, বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ণের সুপারিশ করছে যার মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে:

১০.১ স্বর্ণ খাতকে একটি পূণাঙ্গ আইনি কাঠামোর আওতায় আনা

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করতে হবে। কর প্রদান সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ীকে তাদের প্রতিষ্ঠানের মজুত সকল স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। উক্ত নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে সকল ব্যবসায়ীকে সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবায়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত লাইসেন্স অনুমোদন পদ্ধতি ও ফি পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

১০.২ স্বর্ণ বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের পাইকারী ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ইসিআর/ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার /মূসক চালানের ব্যবহার প্রচলন করতে হবে। স্বর্ণ বাজারে অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসার বন্ধে নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণ ও হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ জব্দ করতে হবে।

১০.৩ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মজুত

সর্বশেষ বছরের বিক্রিত স্বর্ণের বিপরীতে ইসিআর/মূসক চালানে উল্লেখিত স্বর্ণের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মজুত করার বৈধতা প্রদান এবং নির্ধারিত পরিসীমার অতিরিক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মজুত বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে দেশে একটি কেন্দ্রীয় স্বর্ণ ওয়্যারহাইজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি নির্ধারিত সময় অন্তর উক্ত ওয়্যার হাউজের খোলা বাজারে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে শুধু নিবন্ধিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করা করতে হবে।

১০.৪ স্বর্ণমান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ

১০.৪.১ মান পরীক্ষার ব্যবস্থা: সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ('ল্যাবটেস্ট' বা 'ফায়ার টেস্ট' ও 'হলমার্ক টেস্ট' সুবিধাসহ) স্বর্ণ মানযাচাই পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সনাতন স্বর্ণসহ সকল প্রকার স্বর্ণের মান নির্ণয় ও যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরকারি মাননির্ধারক প্রতিষ্ঠান অথবা সরকার অনমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার সাপেক্ষে স্বর্ণের মান ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

১০.৪.২ হলমার্ক চিহ্নের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা: আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত সকল মানের (ক্যারেট) স্বর্ণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রচলন নিশ্চিত করতে হবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেটভিত্তিক প্রতিভরিতে ন্যূনতম বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণের উপস্থিতি ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদে উল্লেখ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.৪.৩ স্বর্ণবাজার পরিবীক্ষণ: স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেট অনুযায়ী খাদ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের অনুপাত নিশ্চিতকরণ ও বাজার পর্যায়ে তা পরিবীক্ষণ উদ্দেশ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে হবে। মান বিচ্যুতির ক্ষেত্রে লাইসেন্স বাতিলসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

১০.৫ স্বর্ণ আমদানি

১০.৫.১ পর্যায়ক্রমে শুল্ক হ্রাস ও আমদানি অবাধকরণ: বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানির মাধ্যমে দেশের স্বর্ণখাতে একটি সুস্থ বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমদানি শুল্ক কমিয়ে আনতে হবে। রাজস্ব আয়, বাজার প্রতিক্রিয়া, সীমান্ত নিরাপত্তা তথা চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের ওপর শুল্ক হ্রাস-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণের লক্ষ্যে শুল্কহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করতে হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে, যেসকল দেশ, যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সিঙ্গাপুর, স্বর্ণ আমদানি ও ক্রয়-বিক্রয় অবাধ করেছে সেসব দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বর্ণ আমদানি অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অবাধকরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রতিবেশী দেশে স্বর্ণ চোরাচালানের জন্যে বাংলাদেশকে করিডর হিসেবে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

১০.৫.২ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানি: বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআর এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে। নির্ধারিত ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা থেকে নিবন্ধনধারী স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ জাতীয় পরিচয়পত্র ও টিআইএন সার্টিফিকেট প্রদর্শন সাপেক্ষে প্রতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, সর্বশেষ অর্থ বছরে লেনদেনকৃত স্বর্ণালংকার বিক্রির পরিমাণের (ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড/মূসক চালান অনুযায়ী) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর ক্রয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত হবে। অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংক প্রয়োজনে স্বর্ণের ক্রয়মূল্য সমন্বয় করে (বাড়িয়ে) স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করতে পারবে। বিধি-বহির্ভূতভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ব্যাংক বিশেষের লাইসেন্স বাতিলসহ কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.৫.৩ যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা কার্যকর প্রয়োগ

- **যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন:** দেশীয় স্বর্ণালঙ্কার শিল্পের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে বিদ্যমান বিধান সংশোধন করতে হবে। বিনাশুল্কে যাত্রীপ্রতি বাৎসরিক সর্বাধিক দু'বার সর্বোচ্চ ১০০ গ্রাম করে স্বর্ণালঙ্কার আনার সুযোগ প্রদান করতে হবে। বন্দরে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যাত্রীর আনা স্বর্ণবার বা স্বর্ণালংকার সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও রশিদ প্রদান করতে হবে। শুধু নিবন্ধিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেরকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যাগেজ রুলের অধীনে মূল্য সমন্বয় ও শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুই কেজি পর্যন্ত স্বর্ণবার আনার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। বৈধ ব্যবসায়ীর পক্ষে অন্য কেউ বাহক হিসেবে এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারবেন না। এই সুযোগ অপব্যবহার করলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

- **যাত্রী ও ব্যাগেজ তল্লাশির পরিধি সম্প্রসারণ:** সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান ও গোয়েন্দা তথ্য বিবেচনাপূর্বক চোরাচালানের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং,ইত্যাদি, থেকে আগত যাত্রীদের মধ্য থেকে গোয়েন্দা তথ্যপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে মালামাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- **ব্যাগেজ রুলের অপপ্রয়োগরোধ:** ব্যাগেজ রুলের মাধ্যমে আনা স্বর্ণের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিষিদ্ধ ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১০.৬ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে প্রণোদনা সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার

- **রপ্তানি সনদ:** সকল ফি অনলাইনে জমা ও 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' এর মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে রপ্তানি সনদ প্রদান করতে হবে। সনদপ্রাপ্ত কেউ আইন-বহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ততার জন্য নিম্ন আদালতে অভিযুক্ত হলে সনদ বাতিল করতে হবে।
- **রেয়াত ও ভর্তুকি:** স্বর্ণালংকার রপ্তানি উৎসাহিত করতে রপ্তানিকারকদেরকে স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতসহ বিভিন্ন প্রকারের প্রণোদনামূলক বিশেষ ভর্তুকি বা সহায়তা প্রদান করতে হবে। স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র ব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদত্ত শুল্ক ফেরত দিতে হবে। আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
- **স্বর্ণালঙ্কারে অনুমোদনযোগ্য ধাতুর অপচয়:** সংশ্লিষ্ট কারিগরী বিশেষজ্ঞগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত স্বর্ণালঙ্কারে অনুমোদনযোগ্য ধাতু অপচয়ের পরিসীমা নির্ধারণ করতে হবে।
- **'সুপারভাইজড বণ্ডেড ওয়্যারহাউজ' পদ্ধতির অবলুপ্তি:** এই পদ্ধতিতে সুপারভাইজরের (সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) একক ও ইচ্ছামাফিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ, প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতাসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি থাকায় এই ব্যবস্থাটি বিলুপ্ত করতে হবে।
- **রপ্তানি প্রক্রিয়ায় প্রণদনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:** রপ্তানিমুখী স্বর্ণ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহিত করতে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় বিশেষ প্রণোদনা, যেমন- হ্রাসকৃত কর, দ্রুত ও সহজ শর্তে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা, ইত্যাদি প্রদান করতে হবে। এছাড়া রপ্তানির আড়ালে চোরাচালানের ঘটনা প্রতিরোধে এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সমন্বিতভাবে তথ্য সংরক্ষণ, রপ্তানির পূর্বে স্বর্ণালঙ্কার যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

১০.৭ পরিবহন (ফ্রেইট) ও বীমা সমস্যার সমাধান

সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তাধীন হাই ভ্যালু কার্গোর, যেমন মুদ্রা, পাসপোর্ট পরিবাহী কন্টেইনার বিশেষ ব্যবস্থায় আমদানি করা হয় অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া পর্যায়েক্রমে অবাধ স্বর্ণ আমদানি সম্ভব করে তোলার লক্ষ্যে বীমা ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট ফ্রেইট বা প্রতিষ্ঠান বিধি মোতাবেক স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার পরিবহনের জন্য সম্মত হওয়ার সহায়ক পরিবেশ, যেমন- বন্দরে মালামাল চুরি, হারানো, নষ্ট হওয়া ও অযথা সময়ক্ষেপণ হ্রাস, ইত্যাদি সৃষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।

১০.৮ গোল্ড বন্ড বা সার্টিফিকেট প্রবর্তন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ

সরকার নির্ধারিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের ন্যায় মুনাফাভিত্তিক গোল্ডবন্ড বা সার্টিফিকেট প্রচলন করা যেতে পারে। ব্যাংক বা ডাকঘরের মাধ্যমে তা দ্রুত ভাঙ্গানোর নিশ্চয়তা থাকবে। এক্ষেত্রে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যেন গোল্ড বন্ড ভাঙ্গানোর সময় গ্রাহক সাধারণ সঞ্চয় ও বন্ডের ক্রয়মূল্য অপেক্ষা তুলনামূলক বেশি মূল্য পান।

১০.৯ স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসাকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা

দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ সুদের (বছরে ৩০%-৪৮%) 'বন্ধকী' ব্যবসাকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। বন্ধকী ঋণের বিকল্প হিসেবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে স্বর্ণালঙ্কারের বিপরীতে অর্থঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.১০ 'অভিযোগ জমা ও নিরসন সেল' প্রতিষ্ঠা

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০.১১ ভোক্তা-স্বার্থ নিশ্চিতকরণ

ক্রয়কৃত স্বর্ণালংকারে বাধ্যতামূলকভাবে, বিক্রয় স্মারকে (ক্যাশ মেমো) পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে মান (ক্যারেট) অনুযায়ী বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর, খাদের পরিমাণ, পাথর, মজুরি ও ভ্যাটবাবদ মোট মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় স্মারকের (ক্যাশমেমো) সাথে স্বর্ণালঙ্কারের হলমার্ক স্টিকার প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কারিগরি সক্ষমতা বাড়িয়ে (স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান, ওজন, খাদ ও উৎসস্থল ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম) বাজার পরিবীক্ষণের অংশ হিসেবে স্বর্ণের দোকানে নিয়মিত ইনভেন্টরি অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

১০.১২ স্বর্ণ শিল্পী/কারিগর/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার

স্বর্ণখাতের সাথে সংশিষ্ট শিল্পী/কারিগর ও শ্রমিকরা যেন ন্যায়সঙ্গত চুক্তিমূল্য ও পারিশ্রমিক/মজুরী পান সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া কারিগর/শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। স্বর্ণ ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত হতে পারে বা রয়েছে এমন ব্যক্তি যেমন মালিকপক্ষের ব্যক্তিগণ কারিগরদের সংগঠনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।

১০.১৩ চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

১০.১৩.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি: স্থল ও বিমানবন্দরের সকল আগমনী ও বহির্গমন দরজায় সর্বাধিক প্রযুক্তির স্ক্যানার ও আর্চ-ওয়ে (বিশেষ করে জার্মানিতে তৈরি) স্থাপন ও শুল্ক কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক চর্চা মোতাবেক বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের মালামাল ও লাগেজ নির্ধারিত বেল্ট ও হ্যাঙ্গারে পাঠানোর পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কন্টেইনার বিমান আরোহীদের খাদ্য, পানীয় ও মালামাল (কার্গো), বর্জ্য ও বর্জ্যবাহী মোটরযান ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের (ইউরোপে তৈরি) আধুনিক প্রযুক্তির 'মোবাইল ভেহিক্যাল স্ক্যানার'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। চোরাচালান প্রতিরোধে দায়িত্বরত বিমানবন্দরভিত্তিক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জনবল যৌক্তিক পরিমাণে (নারী কর্মীসহ) বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে কাস্টমস কর্তৃক্ষের জন্য নিজস্ব আইনজীবী প্যানেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.১৩.২ কাস্টমস আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ: গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিমান অবতরণের সাথে সাথে শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক বিনা বাধায় কার্গোহোলসহ বিমানের যেকোনো স্থান, বিমানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিনাবাধায় তল্লাশীর ক্ষমতা (শুল্ক আইনে প্রদত্ত) প্রয়োগের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১০.১৩.৩ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়: স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের, যেমন - বিএফআইইউ, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনবিআর, দুদক ইত্যাদির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। চোরাচালান ও অবৈধ পণ্য আটক সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্ত কার্যক্রমে পুলিশের পাশাপাশি আটককারী সংস্থা দ্বারা সমন্বিত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অভিযোগপত্র প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১০.১৩.৪ আটককৃত পণ্য মূল্যায়ন: আটককৃত পণ্যের বিপরীতে ধার্যকৃত অর্থ বাহকের সাথে না থাকলেও শুল্ক মূল্যায়ন সাপেক্ষে এয়ারপোর্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেসাথে 'পণ্য মূল্যায়নপত্র' ও 'ডিটেনশন মেমো' ইস্যুর বিষয়টির স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১০.১৩.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত স্বর্ণের তথ্য উন্মুক্তকরণ: প্রতিমাসে আটক ও জব্দকৃত স্বর্ণের প্রকৃত পরিমাণ ও বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হওয়া স্বর্ণের পরিমাণের পরিসংখ্যানগত হিসাব ওয়েবসাইটে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১০.১৩.৬ 'সোর্সমানি' ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ: রাষ্ট্রীয় অর্থ হওয়ায় চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত 'সোর্সমানি' যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে ব্যবহার হয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাৎসরিক বরাদ্দ ও বণ্টনকৃত (ব্যয়িত) 'সোর্সমানি'র পরিসংখ্যানগত তথ্য (সোর্সের নাম ঠিকানা গোপন রেখে) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১০.১৩.৭ **ঝুঁকিভাতা বৃদ্ধি:** স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের চোরাচালান ও অবৈধ স্বর্ণ ব্যবসা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান কিংবা অবৈধ পণ্য আটক করলে সংশ্লিষ্টদেরকে আকর্ষণীয় ঝুঁকিভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.১৩.৮ প্রণোদনা প্রদান: বাহকসহ স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার আটক করলে আটককারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে অধিকহারে এবং সরকারপক্ষ মামলায় চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদেরকে একটি যৌক্তিক পরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যত্যয় হলে বা অপব্যবহার করলে নেতিবাচক প্রণোদনা, যেমন - দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১০.১৩.৯ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্নকরণ: একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পরিবীক্ষণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আইনের ফাঁক-ফোঁকর কাজে লাগিয়ে চোরাচালান মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চ আদালত থেকে যাতে সহজে জামিন না পায় তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঢালাওভাবে সকল স্বর্ণ চোরাচালানের মামলা বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারায় দায়েরের পরিবর্তে চোরাচালানের পরিমাণসহ গুরুত্ব বিবেচনার ভিত্তিতে 'কাস্টমস আইন-১৯৬৯' এর ভিন্ন ভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের ও শাস্তি প্রদানের বিধান সৃষ্টি করতে হবে।

১০.১৪ আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতামূলক উদ্যোগ: সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্তবর্তী দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তি ও তার কার্যকর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের সকল প্রবেশদ্বার ও বহির্গমন বন্দরগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার কার্যকর করতে প্রতিবেশী দেশের সাথে আন্তরাষ্ট্রীয় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১০.১৫ তথ্যভান্ডার ও গবেষণা

দেশে স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলাম স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সরকারি অথবা সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগে স্বর্ণখাতের ওপর সামগ্রিক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যম কর্তৃক সহায়ক ভূমিকা পালনের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

১০.১৬ স্বর্ণনীতি বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ

সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। উক্ত টাস্কফোর্স প্রণীত নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বর্ণ ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মকান্ড মূল্যায়ন ও স্বর্ণ খাতে সুশাসন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে। সর্বোপরি, এই কমিটি স্বর্ণ নীতিমালার নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১০.১৭ খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণ

একটি ব্যাপকভিত্তিক, সময় উপযোগী, বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করতে হবে।

সর্বোপরি, এই নীতিমালা স্বর্ণসহ সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর, যেমন- হীরা, প্লাটিনাম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বিবেচিত হতে পারে।